What social factors accounted for the Demand for Printed Books in the towns of early modern Europe? How did the printing revolution have important Cultural Consequences?

⑱

পঞ্চদশ শতকেই ইউরোপে নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটেছিল। নবজাগরণের পটভূমি হিসাবে ইউরোপীয় সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে চিত্রশিল্পে ও চিন্তাক্ষেত্রে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। কলম্বাসের আমেরিকাতে গমন বা ভাস্কো-দা-গামার ভারতের উপকূলে আগমন ইউরোপের ভৌগোলিক দিগন্ত বিস্তৃত করেছিল। বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার যুদ্ধের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার। যা ইউরোপের মানসিক জগতে প্রায় বিপ্লব সংগঠিত করেছিল। ব্যাপক বইয়ের চাহিদা ও বিস্তার ইউরোপীয় রেনেসাঁসে এক বৌদ্ধিক চেতনা দান করেছিল।

অবিস্মরণীয় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন কেবলমাত্র একজনের হাতে ঘটেনি। বেশকিছু লোক ধীরে ধাপে নানা উদ্ভাবন আর পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নতুন যন্ত্রপাতি গড়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের সাথে জড়িয়েছিল বিশেষ কিছু দিক। প্রথমত: পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপের মানুষ মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা বই পড়তে পেরেছিল। দ্বিতীয়ত: সচল ধাতুর আগে যে সব বই পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল জার্মানীর মেইনজ শহরে। তৃতীয়ত: সচল ধাতুর হরফওয়ালা মুদ্রণযন্ত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল ঐ মেনজ শহরেই ১৪৫০ খ্রী: নাগাদ। এ যন্ত্রের উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মূলত তিনজনের নাম। যোহান গুটেনবার্গ, যোহান ফাস্ট, এবং পিটার শোফার। বস্তুতপক্ষে মুদ্রণযন্ত্রের সাথে সাথে নতুন ছাপানো বই এর আবির্ভাব শুধু বিদ্যার ক্ষেত্রে বা পণ্ডিতদের কাজের ক্ষেত্রেই মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেনি, সমাজ ও রাজনীতির উপর গভীর